শিরোনামঃ মৎস্য ক্লাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ

উদ্দেশ্যঃ (objectives)

(১) মৎস্যক্লাবের মাধ্যমে মাছচাষ সংশ্লিষ্ট সকল সেবা মৎস্যচাষিদের মধ্যে সম্প্রসারণ

(২) মাছ চাষের সকল প্রযুক্তি (পুস্তিকা) সেবাপ্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া

(৩) মাছচাষ সংশ্লিষ্ট মাছের রেনু, পোনা ও খাবার বিক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ সহজতর করা

(৪) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাছের উপকরণপ্রাপ্তি সহজতর করা

(৫) মাছের রোগবালাই সম্পর্কিত পুস্তিকা ও মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে মাছের রোগবালাইয়ের লক্ষণ ও প্রতিকার করার মাধ্যমে রোগবালাই থেকে মুক্ত রাখা।

(৬) মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যক্রমঃ

(১) গ্রামভিত্তিক চাষীসংঘ গঠন (৪০-৫০জন)

(২) চাষীসংঘে একজন সংযোগচাষি বা Service provider থাকবে

(৩) সংযোগচাষিকে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন

(৪) সংযোগচাষির মাধ্যমে অন্যান্য চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান

(৫) সংযোগচাষিদের মাটি ও পানির গুনগতমান পরীক্ষাকরনে কীটবক্স সরবরাহ করা

(৬) সংযোগচাষির সাথে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার মোবাইল লিংকেজ স্থাপন

(৭) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কার্যালয়ের সকলসেবা সংযোগচাষি অন্যান্য চাষিদের মোবাইলের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করবে।

(৮) প্রাথমিকভাবে কাজটি বরিশাল সদর ও বাবুগঞ্জ উপজেলায় সম্পন্ন করা হবে।

কেন করতে চায় (justification):

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০ শতাংশ আমিষের যোগান দেয় মাছ। বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন ছিল ৪৯.১৫ লক্ষ মে.টন। এতকিছুর পরে আমরা সকলচাষিদের বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষের আওতায় আনতে পারেনি। গ্রাম পর্যায়ে সকলচাষিকে বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষের আওতায় আনা, চাষিকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা, বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং নুতন নুতন প্রযুক্তি গ্রহণে চাষিকে উৎসারিত করা। মৎস্য অধিদপ্তরে সীমিত সংখ্যক জনবল দিয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সেবাপ্রদান করা দুরহ বিষয়। সেই প্রেক্ষিতে সকলচাষির দোরগোড়ায় উন্নতপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ ও মৎস্যসম্প্রসারণসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মৎস্যক্লাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এর ফলে প্রত্যন্ত এলাকার চাষীরা কোনো অর্থ খরচ না করে মৎস্যক্লাবের মাধ্যমে স্বল্পসময়ে পরামর্শসেবা গ্রহণ করতে পারবে। এ কার্যক্রমের ফলে দুইটি উপজেলায় ৪০ টি চাষীসংঘগঠনের মাধ্যমে ২০০০ জনচাষিকে ০১ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক মাছচাষের আওতায় আনা সম্ভব হলে উক্ত উপজেলায় মাছের উৎপাদন মাছের বর্তমানের তুলনায় ২০-৩০% বৃদ্ধি পাবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের প্রসেস ম্যাপ:

১

দেশীয় প্রজাতির ছোটমাছ ও শামুক সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পুকুর জরিপের তথ্য হতে গ্রামভিত্তিক মৎস্য চাষীদের তালিকা তৈরি

২

প্রতিটি গ্রাম হতে ৪০-৫০ জন মৎস্য চাষী নিয়ে গ্রামভিত্তিক চাষী সংঘ গঠন

৩

প্রতিটি গ্রামে একজন অভিজ্ঞ চাষীকে সংযোগ চাষী হিসাবে মনোনীত করা

৪

সংযোগ চাষীদের সমন্বয়ে উপজেলায় “মৎস্যক্লাব” গঠন করা

৫

সংযোগ চাষীদেরকে রাজস্ব ও প্রকল্পের আওতায় বা বাজেটবিহীন চাষভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা

৬

মাসে অন্তত একদিন “মৎস্য ক্লাব”-এর চাষীদের নিয়ে বসে তাদের বিভিন্ন চাষভিত্তিক সমস্যা সরাসরি শোনা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা

৭

“মৎস্য ক্লাব”-এর চাষীদেরকে অনলাইন প্লাটফরমের মাধ্যমে একছাতার তলায় আনা যেন তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করা যায়

৮

মাসে অন্তত একদিন প্রয়োজনের আলোকে কোন একটি গ্রাম সংঘে বাজেটবিহীন স্বউদ্যোগে প্রযুক্তিভিত্তিক কোনো প্রশিক্ষণ প্রদান করা

৯

সংযোগচাষীদেরকে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিতভাবে পানির গুণাগুণ পরীক্ষার কীটসমূহ সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করা

আইডিয়া বাস্তবায়নের টিসিভি:

সময় (Time)	খরচ (Cost)	পরিদর্শন (Visit)
১। চাষীর অফিসে আগমন ও ফেরতের গড় সময় ১২০ মিনিট কিন্তু এটা বাস্তবায়িত হলে মাত্র ৫ মিনিটেই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। ২। বছরে গড়ে ৩০০ জন চাষী পরামর্শের জন্য আসলে তাদের সময়ের সাশ্রয় হবে মোট ৫৭৫ কর্মঘন্টা। ৩। অর্থাৎ পূর্বের ৬০০ ঘন্টার স্থলে মাত্র ২৫ ঘন্টায়ই সেবা দেওয়া সম্ভব হবে।	১। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উপজেলা পর্যন্ত আসা ও ফেরতে গড় খরচ প্রায় ২০০ টাকা কিন্তু এটা বাস্তবায়িত হলে শুধু ফোনে ৪ টাকা খরচ করেই সেবা পাওয়া সম্ভব হবে যেখানে গড়ে বছরে ৩০০ জন চাষীর ৬০,০০০ টাকার স্থলে মাত্র ১২০০ টাকায়ই সেটা সম্ভব হবে।	১। ৩০০ জন চাষীর পুকুর পরিদর্শন করতে গেলে কমপক্ষে ৬০ দিন প্রয়োজন হয় সেখানে এক্ষেত্রে অন্য কাজের কোনো ক্ষতিসাধন ছাড়াই সারাবছর যেকোন স্থানে থেকে যেকোনো সময় সেবা প্রদান করা যাবে। পরিদর্শনের অপেক্ষায় থেকে পুকুরের মাছের সমস্যার সমাধানে দীর্ঘসূত্রিতা দূর হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

১। আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিটি গ্রামে মৎস্যচাষীদের দোড়গোঁড়ায় মৎস্যসেবা পৌঁছে যাবে এবং মৎস্যচাষীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস ও পারস্পরিক দেখাদেখি কে শেখার অভ্যাস গড়ে উঠবে। সর্বোপরি মাছ চাষে একটি উত্তম প্রতিযোগিতার তৈরি হবে যেটা এই এলাকার মাছ চাষে এক নীরব বিপ্লব হয়ে দেখা দেবে।

২। প্রতিটি এলাকায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ মৎস্যচাষী তৈরি হবে এবং যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সহজেই সরকারি সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে যেকোন সমস্যার মোকাবেলা করে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে চাষীরা রক্ষা পাবে।

৩। মোটকথা মৎস্যচাষীরা একই ছাতার নিচে নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করে মৎস্য উৎপাদন ও উন্নত প্রযুক্তি অবলম্বন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামগ্রিক উৎপাদনে এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে ও আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

উপসংহার:

সুতরাং এ আইডিয়াটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে অত্র এলাকায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং উন্নত প্রযুক্তি ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

আইডিয়া প্রণয়নে,

রিপন কান্তি ঘোষ
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
বরিশাল।